

শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২,৪৪১ শিক্ষক

শরীফুল আলম
সুমন

৩১ জুলাই, ২০২৪
১১:৪৪

শেয়ার

অ +

অ -



ফাইল ছবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জাহিদুল করিম সম্প্রতি কোটা সংস্কার আন্দোলনে 'সংহতি প্রকাশ করে' পদত্যাগের ঘোষণা দেন। আন্দোলনের এই সময়ে সামাজিক

যোগাযোগ মাধ্যমে এ ধরনের ঘোষণা দিয়ে তিনি মূলত নিজেকে 'হিরো' বানানোর চেষ্টা করেছেন। কারণ শিক্ষা ছুটি নিয়ে তিনি ছয় বছর ধরে বিদেশে অবস্থান করছেন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

- ৫৩ বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক ১৬,৩৯৯ জন
- ছুটিতে প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় বুয়েট, তৃতীয় জগন্নাথ
- দেশের টাকায় পড়ালেখা-চাকরি, অথচ নিয়ম-নীতিকে বৃদ্ধাপুলি

জাবি সূত্র জানায়, জাহিদুল করিম শিক্ষা ছুটি নিয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।

২০২১ সালের ৭ আগস্ট থেকে তিনি পিএইচডি'র শিক্ষা ছুটিতে দেশটিতে রয়েছেন। তার আগে মাস্টার্স প্রগ্রামের জন্যও তিনি দুই বছর ছুটি ভোগ করেছেন। পিএইচডি ও মাস্টার্স মিলিয়ে এরই মধ্যে প্রায় ছয় বছর শিক্ষা ছুটি অতিবাহিত করেছেন তিনি। তাঁর বিরুদ্ধে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনে সহযোগিতার অভিযোগও রয়েছে, যার আনুষ্ঠানিক তদন্ত চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ তথ্যে দেখা যায়, দেশের ৫৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার ৪৪১ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন। তাঁদের সবাই পূর্ণ বেতনে শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন। কেউ দুই বছর, আবার কেউ চার বছরের জন্য এই ছুটিতে রয়েছেন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক ১৬ হাজার ৩৯৯ জন।

সেই হিসাবে শিক্ষা ছুটিতে থাকা শিক্ষকের হার ১৪.৮৮ শতাংশ। তবে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট কর্মরত শিক্ষকের ৪০ শতাংশের বেশি শিক্ষা ছুটিতে রয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বলছেন, শিক্ষা ছুটিতে থাকা অনেক শিক্ষক আর দেশে ফেরেন না। কেউ কেউ ফিরে যোগদান করলেও কিছুদিন পর আবার বিদেশে চলে যান। তাঁদের প্রায় সবাই রাষ্ট্রের টাকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি সূত্রে পরে আবার মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে বিদেশে যাওয়ারও সুযোগ পেয়েছেন। অথচ তাঁদেরই অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিধি-বিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পরে আর দেশে ফেরেন না। বিদেশে বসে নিজের দেশের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচারেও যুক্ত হন।

ইউজিসির চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আলমগীর কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘শিক্ষকরা শিক্ষা ছুটিতে গিয়ে যদি দেশে না ফেরেন, আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি ওই সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করতে না পারে তাহলে তা ওই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যর্থতা। কারণ এখন অন্য দেশগুলো এ ব্যাপারে খুব সচেতন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবেন। তবে আমাদের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালার দুর্বলতার কারণে কেউ কেউ পার পেয়ে যাচ্ছেন।’

ড. মুহাম্মদ আলমগীর আরো বলেন, ‘একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে কত শতাংশ শিক্ষা ছুটি নিতে পারবেন সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। আমাদের একটি কমিটি এ ব্যাপারে কাজ করছে। আমার মনে হয়, এটা ২৫ শতাংশের বেশি কোনোভাবেই হওয়া উচিত নয়। আর এখন পিএইচডি ছাড়া মাস্টার্স প্রগ্রামে শিক্ষা ছুটি না দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।’

ইউজিসির ২০২২ সাল পর্যন্ত তথ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা ছুটিতে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫৫ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে বর্তমানে বিদেশে আছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭২ জন এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩১ জন শিক্ষক শিক্ষা ছুটি নিয়ে বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন।

এ ছাড়া নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৬ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৬ জন, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১৫ জন, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৮ জন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০২ জন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৮ জন, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬ জন, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৫ জন, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ জন, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৮ জন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৭ জন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৬ জন, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩ জন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৩ জন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৩ জন, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৫ জন, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩ জন, বাংলাদেশ উনুক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ জনসহ বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কিছু শিক্ষক শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে রয়েছেন। তবে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষকদের শিক্ষা ছুটি সংক্রান্ত কোনো তথ্য ইউজিসিকে দেয়নি।

সম্প্রতি বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স) থেকে তিনজন শিক্ষকের ব্যাপারে একটি নোটিশ জারি করা হয়। তাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে বিদেশে গিয়ে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার পরও দেশে ফিরে না আসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের টেক্সটাইল মেশিনারি ডিজাইন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনাম বজলুর রশিদ, ফ্যাব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী সৌরভ এবং একই বিভাগের সহকারী

অধ্যাপক মো. আব্দুল্লাহ আল ফারুককে আগামী এক মাসের মধ্যে কর্মস্থলে যোগদানের নোটিশ জারি করা হয়। তার পরও নির্ধারিত সময়ে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেননি।

বুটেল সূত্র জানায়, টেক্সটাইল মেশিনারি ডিজাইন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আনম বজলুর রশিদ অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি প্রগ্রামে অধ্যয়নের জন্য এক বছর করে ২০১৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চার বছর সবেতনে শিক্ষা ছুটি এবং পরবর্তী ৭১ দিন পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি গ্রহণ করেন। কিন্তু ছুটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর বারবার নোটিশ ও মেইল পাঠালেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শাহ আলীমুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘শিক্ষা ছুটিতে গিয়ে শিক্ষকদের দেশে ফিরে না আসায় আমরা খুবই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে আছি। তিনজন শিক্ষকের ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের একাধিকবার নোটিশ দিয়েছি। এখন আবার আরো কয়েকজনের ছুটি শেষ হয়ে গেছে। তাঁরাও কোনো যোগাযোগ করছেন না। তবে আমরা এ ব্যাপারে খুবই কঠোর। নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের বিরুদ্ধে যত ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যায় সবই আমরা করব। শিক্ষকরা কর্মস্থলে যোগদান না করলে তাঁদের নেওয়া বেতন-ভাতা ফেরতের জন্য আমরা ওই দেশগুলোর সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরে চিঠি পাঠাব। এরপর চাকরিচ্যুত করে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বলছেন, শিক্ষকরা সাধারণত রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রশাসনের আনুকূল্য খাটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগেভাগে শিক্ষা ছুটি নেন। উচ্চশিক্ষার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পছন্দের দেশ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বেশ কিছু দেশ। যাঁরা এসব দেশে সুযোগ পান, তাঁরা একেবারে পরিবার নিয়েই যান। শিক্ষা ছুটির সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন তাঁরা। ছুটির সময়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সুবিধা ভোগ করে শেষ পর্যন্ত আর দেশে ফিরে আসেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে যাওয়া শিক্ষকরা পূর্ণ বেতনে একনাগাড়ে চার বছর ছুটি নিতে পারেন। এ সময় কারো ডিগ্রি বা গবেষণা শেষ না হলে আরো দুই বছরের অবৈতনিক ছুটি দেওয়া হয়। তবে নিয়ম হলো, চার বছর ছুটি ভোগের পর দেশে ফিরে কাজে যোগদান করতে হয়। এরপর দুই বছরের ছুটির জন্য আবার আবেদন করতে হয়। চার বা ছয় বছর ছুটি ভোগের পর কেউ যদি পদত্যাগ করতে চান, তাহলে তাঁকে ছুটির সময় নেওয়া সব অর্থ ফেরত দিতে হয়, অথবা ছুটির সমপরিমাণ সময় চাকরি করার পর নিতে হয় অব্যাহতি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা ছুটিতে গিয়ে দেশে না ফেরা শিক্ষকরা সাধারণত টাকা ফেরত দেন না। শিক্ষকদের যাঁদের পরিবার রয়েছে তাঁরা শুরুতেই পরিবারসহ বিদেশে যান। ফলে তাঁদের পিছুটান থাকে না। ছুটি শেষ হলে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ই-মেইলের উত্তর দেন না। তাঁরা যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিই আর করবেন না বলে ঠিক করেন, তাই কোনো কিছুর তোয়াক্কা করেন না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধান কঠোর না হওয়ায় পার পেয়ে যাচ্ছেন শিক্ষা ছুটি শেষে দেশে ফিরে না আসা শিক্ষকরা।